ISSN 0976-9463

তরুএকলব্য

সময়ের সংলাপ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী পত্রিকা
দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা • আশ্বিন ১৪২২ / অক্টোবর ২০১৫

মঙ্গালকাব্য বিশেষ সংখ্যা

অতিথি সম্পাদক
অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদক
অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক

দিয়া পাবলিকেশন

Scanned by CamScanner

সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদক

দীপঙ্কর মল্লিক

সহসম্পাদক

দিব্যেন্দু পালধি ও তাপস পাল

কার্যকরী সম্পাদক

দেবারতি মল্লিক

আহ্বায়ক

দিব্যেন্দু পালধি

উপদেষ্টামণ্ডলী

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, দিলীপ ভট্টাচার্য, সমীর রক্ষিত, শচীন দাশ, শুভময় মণ্ডল, ব্রততী চক্রবর্তী, স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত, তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার, সুমিতা চক্রবর্তী, সত্যবতী গিরি, সনৎকুমার নস্কর, সুশীল সাহা, তৃষ্ণা বসাক, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, তিমিরবরণ চক্রবর্তী, রাধেশ্যাম সাহা, সুভাষ মিস্ত্রী, বিদিশা সিন্‌হা, বরেন্দু মণ্ডল, জয়িতা দত্ত, তাপস সাহা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রচেত গুপ্ত, সব্যসাচী দেব, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, সুস্মেলী দত্ত, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র বাইন, অদীপ ঘোষ, বোধিসত্ত্ব গুপ্ত, অপর্ব দে, সব্রত রায়চৌধুরী

Scanned by CamScanner

পশ্চিমি গঠনতত্ত্বের আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য

পিন্টু রায়চৌধুরী

গোটা মধ্যযুগ ধরে বাংলা সাহিত্যের যে ধারাটির সাথে লোকজীবনের নিবিড় যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল তা অবশ্যই মঙ্গলকাব্য। কালের বিচারে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্য শাখার বিস্তার। তবে এর পটভূমি নির্মাণে প্রাচীন পুরাণ থেকে শুরু করে লোককথা, ব্রতকথা এমনকি আধুনিক যুগের কিছু সাহিত্য-লক্ষণেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে একথা সত্য। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন মিশ্র লক্ষণকে আশ্রয় করে এর কাহিনিধারাগুলো গড়ে উঠলেও, সাধারণভাবে বলতে হয় মঙ্গলকাব্য মূলত বাস্তবজীবনাশ্রয়ী।

পার্থিব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা মঙ্গলকাব্যের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। সেই জন্যই মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচারে লোকজ রীতি-নীতি-সংস্কারের প্রাধান্য এত প্রবল। বিশেষ করে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, গর্ভ বর্ণনা, বিবাহাচার, সপত্নী কলহ, জন্মান্তরবাদ, বিভিন্ন বস্তু-তালিকা, ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন, নারীর সতীত্ব পরীক্ষা, এমনকি দেবীর বৃদ্ধাবেশ ধারণ তথা রূপপরিবর্তনের মতো অলৌকিক গল্প বর্ণনার অংশগুলি যা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম আকর্ষণ; তার সাথে আমাদের প্রাত্যহিকতার সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে নিয়েই গড়ে উঠেছে গোটা মঙ্গলকাব্যের কাহিনি, তাকে সংস্কারে লালন করে আসছে সাধারণ জনসমাজ। নদীর ধারার মতো বহমান সেই জনসমাজের সাথে একান্ত সম্পর্ককে বাদ দিয়ে মঙ্গলকাব্যের সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তাই আমাদের যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রে লোকজীবনের গর্ভজাত অভিপ্রায়গুলিকে ধরতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে এসে পড়ে লোককথার একাধিক প্রসঙ্গ।

মঙ্গলকাব্যের সাথে লোককথার যোগ অন্তরের। আসলে লোকজীবনের উৎস থেকেই পার্থিব কামনা-বাসনার প্রতিফলন স্বরূপ লোককথা ও মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করতেন—

> লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition) -র ওপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে।

মৌখিক সাহিত্যের পরিণত লেখ্যরূপ বলেই, মঙ্গলকাব্যে বিস্তৃত লোকজীবনের প্রভাব অতিমাত্রায় বিদ্যমান। একমাত্র দেব-দেবীর অলৌকিক কার্যকলাপ বাদ দিলে বাস্তব জীবন জটিলতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বাংলা মঙ্গলকাব্যেই প্রথম বিস্তারিতভাবে ধরা পড়ে।

Scanned by CamScanner

পথে তারা তাঁর ধনুক দিয়ে বোনকে মেরে ফেলল। চার ভাই বোনের মাংস খেল, ছোটো ভাই তার ভাগের মাংস মাটিতে পুঁতে দিল। সেখানে হল এক চাঁপা ফুলের গাছ। শ্বশুর সব জেনে চার ভাইকে পাষাণ করে দিল। (বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ৬৫৯-৬৬০)

১নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। ডি ২১২ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে ফুল
২। ই ৫২ যাদুবলে পুনর্জীবন লাভ
৩। কে ২২১১ বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা
৪। পি ২৫৩ ভাই ও বোন

২ নং কাহিনি

গরিব ভাইবোন ছাগল চরিয়ে খায়। রাজার বাড়ির ফুল তুলতে গিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে বোনের বিয়ে হল। শাশুড়ি দেখতে পারে না বউকে, রোজ সাপ রান্না করে খাওয়ায়। বউ সাপ হয়ে গেল। সে এক বাঁধের ধারে চলে গেল। ভাই থাকে পাড়ে, সে থাকে জলে। সাপের এক ছেলে হল, ছেলে থাকে ভাইয়ের কাছে। রাজপুত্র খোঁজ পেয়ে সাপের খোলস থেকে উদ্ধার করল। শেষে মাকে গর্তে পুঁতে ফেলল। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৬৬১-৬৬২)

২ নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। ডি ১৯১ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে সাপ
২। এল ১১১.৪.২ পিতৃমাতৃহীন নায়িকা
৩। আর ১৫১.৪ স্বামী হারিয়ে-যাওয়া বউকে উদ্ধার করে
৪। এস ৫১ নিষ্ঠুর শাশুড়ি

৩ নং কাহিনি

বামুনের মেয়েরা নদীতে স্নান করতে যায়। এক বানর পাড়ে রাখা কাপড় নিয়ে গাছে চড়ে। তারা কাপড় ফেরত চায়। বানর কাপড় দেবে যদি ছোটো বোনের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বানরের সঙ্গে ছোটো বোনের বিয়ে হয়। বানর বউকে নিয়ে পথ হাঁটে। সাত রাজার দেশ পেরিয়ে আমপাতায় ছাওয়া ঘরের পাশে এল। বানর রাতে মানুষ হয়, দিনে বানর। বউ একদিন বানরের খোলস পুড়িয়ে দিল। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৭০৭-৭০৮)

৩ নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। বি. ২১১.২.১০ কথাবলা বানর
২। ডি ৬২১.১ দিনে পশু রাতে মানুষ
৩। ডি ৭২১.৩ যাদুমুক্ত করতে খোলস পুড়িয়ে ফেলা

৪ নং কাহিনি

এক ছিল ব্যাধ আর তার বউ। একদিন ব্যাধের ফাঁদে পড়ল সুন্দর এক কথাবলা হীরামন পাখি। রাজার কাছে বিক্রি করতে গেলে পাখি তার দাম বলল দশ হাজার টাকা। রাজা

Scanned by CamScanner

পথে তারা তীর ধনুক দিয়ে বোনকে মেরে ফেলল। চার ভাই বোনের মাংস খেল, ছোটো ভাই তার ভাগের মাংস মাটিতে পুঁতে দিল। সেখানে হল এক চাঁপা ফুলের গাছ। শ্বশুর সব জেনে চার ভাইকে পাষাণ করে দিল। (বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ৬৫৯-৬৬০)

১নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। ডি ২১২ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে ফুল
২। ই ৫২ যাদুবলে পুনর্জীবন লাভ
৩। কে ২২১১ বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা
৪। পি ২৫৩ ভাই ও বোন

২ নং কাহিনি

গরিব ভাইবোন ছাগল চরিয়ে খায়। রাজার বাড়ির ফুল তুলতে গিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে বোনের বিয়ে হল। শাশুড়ি দেখতে পারে না বউকে, রোজ সাপ রান্না করে খাওয়ায়। বউ সাপ হয়ে গেল। সে এক বাঁধের ধারে চলে গেল। ভাই থাকে পাড়ে, সে থাকে জলে। সাপের এক ছেলে হল, ছেলে থাকে ভাইয়ের কাছে। রাজপুত্র খোঁজ পেয়ে সাপের খোলস থেকে উদ্ধার করল। শেষে মাকে গর্তে পুঁতে ফেলল। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৬৬১-৬৬২)

২ নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। ডি ১৯১ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে সাপ
২। এল ১১১.৪.২ পিতৃমাতৃহীন নায়িকা
৩। আর ১৫১.৪ স্বামী হারিয়ে-যাওয়া বউকে উদ্ধার করে
৪। এস ৫১ নিষ্ঠুর শাশুড়ি

৩ নং কাহিনি

বামুনের মেয়েরা নদীতে স্নান করতে যায়। এক বানর পাড়ে রাখা কাপড় নিয়ে গাছে চড়ে। তারা কাপড় ফেরত চায়। বানর কাপড় দেবে যদি ছোটো বোনের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বানরের সঙ্গে ছোটো বোনের বিয়ে হয়। বানর বউকে নিয়ে পথ হাঁটে। সাত রাজার দেশ পেরিয়ে আমপাতায় ছাওয়া ঘরের পাশে এল। বানর রাতে মানুষ হয়, দিনে বানর। বউ একদিন বানরের খোলস পুড়িয়ে দিল। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৭০৭-৭০৮)

৩ নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। বি. ২১১.২.১০ কথাবলা বানর
২। ডি ৬২১.১ দিনে পশু রাতে মানুষ
৩। ডি ৭২১.৩ যাদুমুক্ত করতে খোলস পুড়িয়ে ফেলা

৪ নং কাহিনি

এক ছিল ব্যাধ আর তার বউ। একদিন ব্যাধের ফাঁদে পড়ল সুন্দর এক কথাবলা হীরামন পাখি। রাজার কাছে বিক্রি করতে গেলে পাখি তার দাম বলল দশ হাজার টাকা। রাজা

Scanned by CamScanner